এলাকার অধিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করা

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী কি করে তার এলাকার অধিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করবেন?

- এলাকার সকলের জন্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত শিক্ষা, জ্ঞান ও ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা।
- এলাকার মানুষদের মধ্যে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বার্তা ছড়িয়ে দিতে টেলিভিশন, রেডিও, ছোট ছোট শিক্ষামূলক নাটিকা, নাটক, লোকগান ইত্যাদিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।
- আই.ওয়াই.সি.এফ. অনুশীলন, অসুস্থতা ও গর্ভসঞ্চারের পর যত্ন, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে বোধ জাগিয়ে তোলা, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের নিবিড় শিক্ষামূলক প্রচারাভিযানের উপকরণ ব্যবহার করে।
- এলাকার সকলকে অনুপ্রাণিত করতে মায়েদের বৈঠক এবং পল্লীর সকলকে নিয়ে বৈঠককে কাজে লাগান। এক্ষেত্রে পি.এল.এ. কৌশল ব্যবহার করা উচিত।
- পল্লীর সকলের চাহিদা মেটানোর জন্য পল্লী ভিত্তিক বেতার পরিষেবা গড়ে তোলা ও চালু রাখার বাস্তবতা খতিয়ে দেখা দরকার।

পল্লীর সকলকে উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্য

- এর সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের হস্তক্ষেপের মাত্রা বাড়ানোতে সাহায্য হয়।
- বিপন্ন সম্প্রদায়কে সহায়তার জন্য নতুন এবং উদ্ভাবনীমূলক হস্তক্ষেপের চাহিদাটা বাড়িয়ে তোলে।
- চালু প্রক্রিয়াগুলির দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ায়।
- পল্লীবাসীকে সচেতন করে তোলে আর এভাবে সরকারের যোগানো পরিষেবায় প্রবেশাধিকার বাড়ায়।
- জেলার অভ্যন্তরে নাগাল বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করে।
- পল্লীর সামগ্রিক দায়িত্ব বাড়ায়।

পল্লীর সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত

- একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে ঐ পল্লীর মানুষজনকে শিক্ষিত করা, উদ্দীপ্ত করা এবং পল্লীবাসীকে সংঘবদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে তারা সুসংহত শিশুবিকাশ পরিষেবা কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিশুটির জীবিত থাকা এবং উন্নয়নের বিষয়টি সুনিশ্চিত করে।
- আপনার পল্লীকে ভালোভাবে জানুন এবং পল্লীর সমস্যাগুলি বুঝুন এবং চাহিদার দিকে নজর দিন। পল্লীর মধ্যে যেসব বিশ্বাস ও অভ্যাস চলছে সে সম্পর্কে সচেতন থাকা।
- পল্লীর সকলের কথা মন দিয়ে শোনা দরকার। এমন কোনও নতুন ব্যবস্থা চালু করা ঠিক হবে না, যেটা বর্তমান অভ্যাস ও বিশ্বাসের বিপরীত।
- পল্লীর গতিশীলতা মেপে নিতে বা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করুন। আর পরিস্থিতিটা বুঝে মানিয়ে নিন। সুসংহত শিশুবিকাশ পরিষেবা কর্মসূচির একেবারে গোড়ার থেকে গোটা পল্লীকে সামিল করে নিন।
- পল্লীর ক্ষেত্রে নেতিবাচক অভিজ্ঞতাকে শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব দিন। আর নেতিবাচক উপলব্ধিটাকে কমিয়ে আনতে চেষ্টা করুন। শুধু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েই নয়, কাজটা করেও।

পল্লীবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার কাজটা সময় সাপেক্ষ এবং যথেষ্ট শক্তি খরচ হয়। আপনি যতো নিজের কাজে পরিণত হয়ে উঠবেন, ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সমর্থনের সাহায্যে আপনি ধীরে ধীরে শিখবেন, কীভাবে নিজের পল্লীকে তাদের অধিকারটা পাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হয়। ইতিমধ্যে ধৈর্য এবং আশা হারিয়ে না ফেলারই চেষ্টা করতে হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর পক্ষে পল্লীবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার প্রধান পদক্ষেপগুলি